যুগান্তর

তারিখ .... NOV. 10 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ক্যাডেট কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করার সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে পুরনো চারটি ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছে সরকারের একটি বিশেষ সংস্থা। 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার' প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই সুপারিশ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বর্তমানে দেশে ১০টি ক্যাডেট কলেজ।

ইংরেজি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

ইংরেজি : ক্যাডেট কলেজ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতে সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। আগামী ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত পুরনো চারটি ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের থেকে এ ব্যবস্থা শুরু করা যেতে পারে।

পরবর্তী সময়ে ওই সব ছাত্র অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হলে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষার এই সম্প্রসারণের অধিকাংশই হয়েছে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে ও আবেগের বশবর্তী হয়ে তৎকালীন নীতি নির্ধারকরা ইংরেজি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বাংলা ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেক পেছনে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অফিস-আদালতসহ সর্বস্তরে পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষা প্রচলনের ফলে দেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্র অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে।

চিঠিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় যথাযথ শিক্ষা ও চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। চিঠিতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত শিক্ষা কোরের অফিসারদের প্রেষণে ক্যাডেট কলেজগুলোতে নিয়োগ দিয়ে সে অভাব দূর করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।